অভিযানকালে স্কুলছাত্র নিহত

র‍্যাবকে আরও সতর্ক হওয়ার পরামর্শ সংসদীয় কমিটির

স্বাধীন আহম্মেদ

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় র‍্যাবের মাদকবিরোধী অভিযানকালে গুলিতে স্কুলছাত্র নিহত হওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটি। একই সঙ্গে কমিটি আবাসিক এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহারে র‍্যাবকে আরও সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে।

এদিকে নারায়ণগঞ্জ জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় র‍্যাবের কর্মকাণ্ডের তীব্র সমালোচনা করেছেন সংসদ সদস্যরা।

ওই ঘটনায় গতকাল বুধবার ফতুল্লা মডেল থানায় তিনটি মামলা হয়েছে। র‍্যাবের পক্ষ থেকে দুটি এবং নিহত স্বাধীন আহম্মেদ শুভর মা বাদী হয়ে একটি মামলা করেছেন।

এরপর পৃষ্ঠা ২১ কলাম ৫

অপর স্কুলছাত্র বাদল ● ছবি : **পাপ্পু ভট্টাচার্য্য**

র‍্যাবকে আরও সতর্ক হওয়ার পরামর্শ সংসদীয় কমিটির

শেষ পৃষ্ঠার পর

স্কুলছাত্র শুভ হত্যার বিচারের দাবিতে গতকাল দুপুরে মানববন্ধন করে পাগলা উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও এলাকাবাসী। মঙ্গলবার রাত পৌনে নয়টার দিকে নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার ফতুল্লার পাগলা এলাকায় র‍্যাব-১০-এর একটি দল মাদকবিরোধী অভিযান চালায়। অভিযানকালে গুলিতে স্কুলছাত্র স্বাধীন আহম্মেদ শুভ নিহত হয়। গুলিবিদ্ধ হয় নিহত শুভর ছোট ভাই সোহাগ (৯) ও সহপাঠী বাদল হোসেন রাকিব (১৪)।

সংসদীয় কমিটির উদ্বেগ : গতকাল জাতীয় সংসদ ভবনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করেন সভাপতি আবদুস সালাম। সভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন, প্রতিমন্ত্রী শামসুল ইসলাম টুকু, মুজিবুল হক, হাবিবর রহমান ও সানজিদা খানম যোগ দেন। এ ছাড়া স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সভায় ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলা, সাবেক অর্থমন্ত্রী কিবরিয়া হত্যা মামলা, দ্বিতল বাসে আগুন লাগানোর মামলা ও ১০ ট্রাক অস্ত্র আটক মামলার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

সভায় র‍্যাবের সার্বিক কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা হয়। এ সময় র‍্যাবের কার্যক্রম নিয়ে একটি মাল্টিমিডিয়ার প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করা হয়। এতে র‍্যাবের সাফল্য, সমস্যা ও সম্ভাবনা তুলে ধরা হয়।

সভা শেষে কমিটির সভাপতি আবদুস সালাম সাংবাদিকদের বলেন, ফতুল্লা যুদ্ধক্ষেত্র বা সীমান্ত নয়; আবাসিক এলাকা। তাই গুলি করার সময় আরও সতর্ক থাকতে হবে, তাতে যদি একজন অপরাধী পালিয়েও যায়। কারণ, সাধারণ মানুষের জীবন রক্ষাই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, কমিটি এ ধরনের ঘটনায় র‍্যাবকে আরও সতর্ক হতে বলেছে। কমিটির সভাপতি সাংবাদিকদের বলেন, 'কোনো কোনো ক্ষেত্রে র‍্যাবের কার্যকলাপে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। তাতে র‍্যাবের মান ক্ষুণ্ন হচ্ছে। সরকারও প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে।' তবে র‍্যাবের সার্বিক কর্মকাণ্ডে সন্তোষ প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'অনেক সময় ছোট ছোট ঘটনা ঘটে যায়, যার অনেকগুলোই ইচ্ছাকৃত নয়। এর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি আছে, অতিরঞ্জনও আছে।' তিনি বলেন, র‍্যাব একটি বর্ধিষ্ণু বাহিনী। এর পরিধি যত বাড়বে, সমস্যাও বাড়বে। তাই এসব সমস্যার ব্যাপারে এখন থেকেই সতর্ক হতে হবে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই এসব সমস্যার সমাধান সম্ভব।

সভাপতি আরও বলেন, সভায় র‍্যাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিভিন্ন বাহিনীর যেসব সদস্য র‍্যাবে আসেন, তাঁদের অনেকে শারীরিকভাবে সক্ষম নন। অনেকে অসুস্থও থাকেন। কমিটি বলেছে, র‍্যাবের মতো স্পেশাল ফোর্সে প্রত্যেক সদস্যের শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা অপরিহার্য।

আইনশৃঙ্খলা সভায় সমালোচনা : জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় সংসদ সদস্যরা বলেন, শুধু গোপন তথ্যদাতার (সোর্স) তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এ রকম অভিযান চালিয়ে নিরীহ মানুষের প্রাণ কেড়ে নেওয়া কোনোভাবেই কাম্য নয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক এম সামছুর রহমান। বক্তব্য দেন নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনের (সদর ও বন্দর) সাংসদ নাসিম ওসমান ও নারায়ণগঞ্জ-২ আসনের (আড়াইহাজার) সাংসদ নজরুল ইসলাম বাবু, পুলিশ সুপার শেখ নাজমুল আলম প্রমুখ।

মামলা : র‍্যাব-১০-এর সার্জেন্ট শফিকুল ইসলাম বাদী হয়ে র‍্যাব সদস্যদের ওপর হামলা ও অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় ফতুল্লা থানায় দুটি মামলা করেন। এজাহারে উল্লেখ করা হয়, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে র‍্যাব-১০-এর একটি দল ফতুল্লার পাগলা বউবাজার এলাকায় সাদা পোশাকে মাদকবিরোধী অভিযান চালায়। এ সময় সন্ত্রাসীরা র‍্যাব সদস্যদের ওপর হামলা চালায়। তারা সার্জেন্ট শফিকুল ইসলাম ও ল্যান্স করপোরাল জাকির হোসেনকে ছুরিকাঘাত করে অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় জাকির হোসেন একটি ফাঁকা গুলি ছোড়েন। সন্ত্রাসীরা এলোপাতাড়ি গুলি চালায়। সন্ত্রাসীদের গুলিতে এক স্কুলছাত্র নিহত হয়। অন্য দুই স্কুলছাত্র গুলিবিদ্ধ হয়। র‍্যাবের অন্য সদস্যরা এগিয়ে এলে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। র‍্যাব ঘটনাস্থল থেকে একটি ছোরা ও একটি কিরিচ উদ্ধার করেছে। আটক করা হয় লোকমান ও হৃদয় নামের দুজনকে।

নিহত স্বাধীন আহম্মেদ শুভর মা রহিমা বেগম বাদী হয়ে স্থানীয় সন্ত্রাসী মনির হোসেন, সোহেল, আরিফ ও গুলুর নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতপরিচয় ১০-১২ জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করেন। এজাহারে বলা হয়, মনিরের নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা অস্ত্র ঠেকিয়ে গুলি করে শুভকে হত্যা করেছে। সন্ত্রাসীরা এলাকার চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী।

মামলার ব্যাপারে ফতুল্লা মডেল থানায় কর্তব্যরত কর্মকর্তা, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ও সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) সাংবাদিকদের কোনো তথ্য জানাননি।

গ্রেপ্তার হওয়া লোকমান ও হৃদয় ফতুল্লা মডেল থানায় সাংবাদিকদের বলেন, তাঁদের র‍্যাব রাস্তা থেকে আটক করেছে। লোকমান দাবি করেন, তিনি ভ্যানচালক। হৃদয়ের দাবি, তিনি পাগলার মুসলিম মার্কেটের ব্যবস্থাপক।

স্বজনদের আহাজারি : গতকাল বউবাজার এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, নিহত শুভর বাড়িতে শত শত মানুষ ভিড় করেছে। শুভর স্বজনদের আহাজারিতে এলাকার পরিবেশ ভারী হয়ে উঠেছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে নিহত শুভর ছোট ভাই সোহাগ ও সহপাঠী বাদলকে চিকিৎসা শেষে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছে। সন্ধ্যার পর শুভর লাশ বাসায় নিয়ে আসা হয়।

নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের (ফতুল্লা) আওয়ামী লীগদলীয় সাংসদ সারাহ বেগম কবরী গতকাল দুপুরে পাগলায় নিহত ও আহত ছাত্রদের বাড়িতে যান। তিনি শুভর লাশ দাফন ও আহত ছাত্রদের চিকিৎসার জন্য ৫০ হাজার টাকা তাদের অভিভাবকদের হাতে তুলে দেন।

দাফন সম্পন্ন : ময়নাতদন্ত শেষে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গ থেকে গতকাল রাতে শুভর লাশ বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। রাত নয়টায় এশার নামাজ শেষে পাগলার শাহিবাজার জামে মসজিদ ঈদগাহ মাঠে জানাজা শেষে শাহিবাজার কবরস্থানে তার লাশ দাফন করা হয়।

শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন : স্কুলছাত্র শুভকে গুলি করে হত্যার প্রতিবাদে ও এর বিচারের দাবিতে পাগলা উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও এলাকাবাসী গতকাল দুপুরে পাগলা এলাকায় মানববন্ধন করে। এ সময় বক্তব্য দেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার, স্কুল পরিচালনা কমিটির সদস্য মো. জসিমউদ্দিন, হারুন অর রশিদ প্রমুখ। বক্তারা বলেন, শুভ পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীতে বৃত্তি পেয়েছিল। তার হত্যার ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক বিচার করতে হবে।

নারায়ণগঞ্জের পাগলা বউবাজার এলাকায় গত মঙ্গলবার রাতে র‍্যাবের মাদকবিরোধী অভিযানের সময় গুলিতে নিহত স্কুলছাত্র শুভর রক্তমাখা জামা নিয়ে তার মায়ের আহাজারি (ওপরে)। আহত শুভর ছোট ভাই সোহাগ (নিচে বাঁয়ে) ও অপর স্কুলছাত্র বাদল ● ছবি : **পাপ্পু ভট্টাচার্য্য**